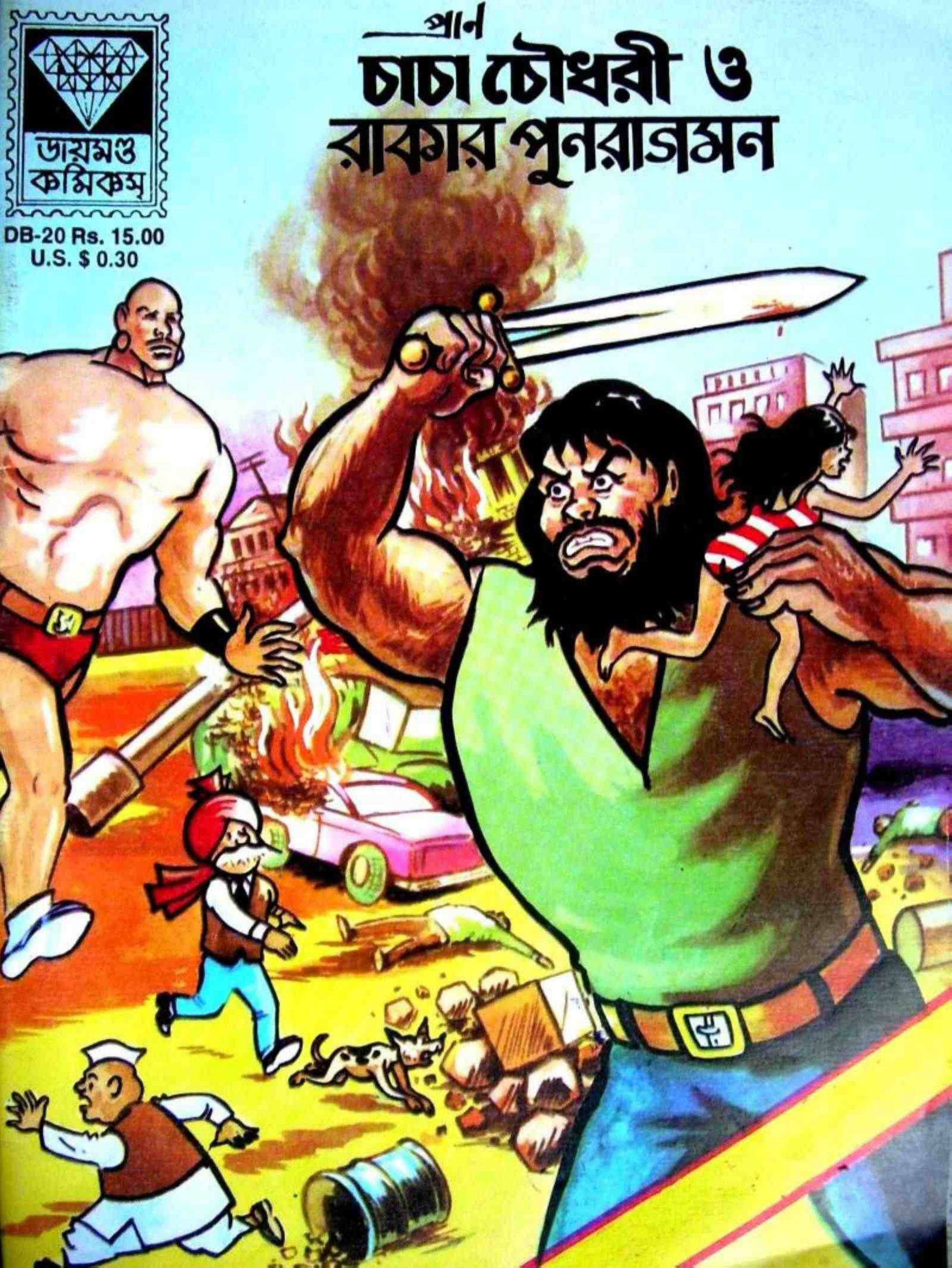

ডায়মণ্ড কমিকস্
DB-20 Rs. 15.00
U.S. $ 0.30
প্রাণ
চাচা চৌধুরী ও
রাকার পুনরাগমন

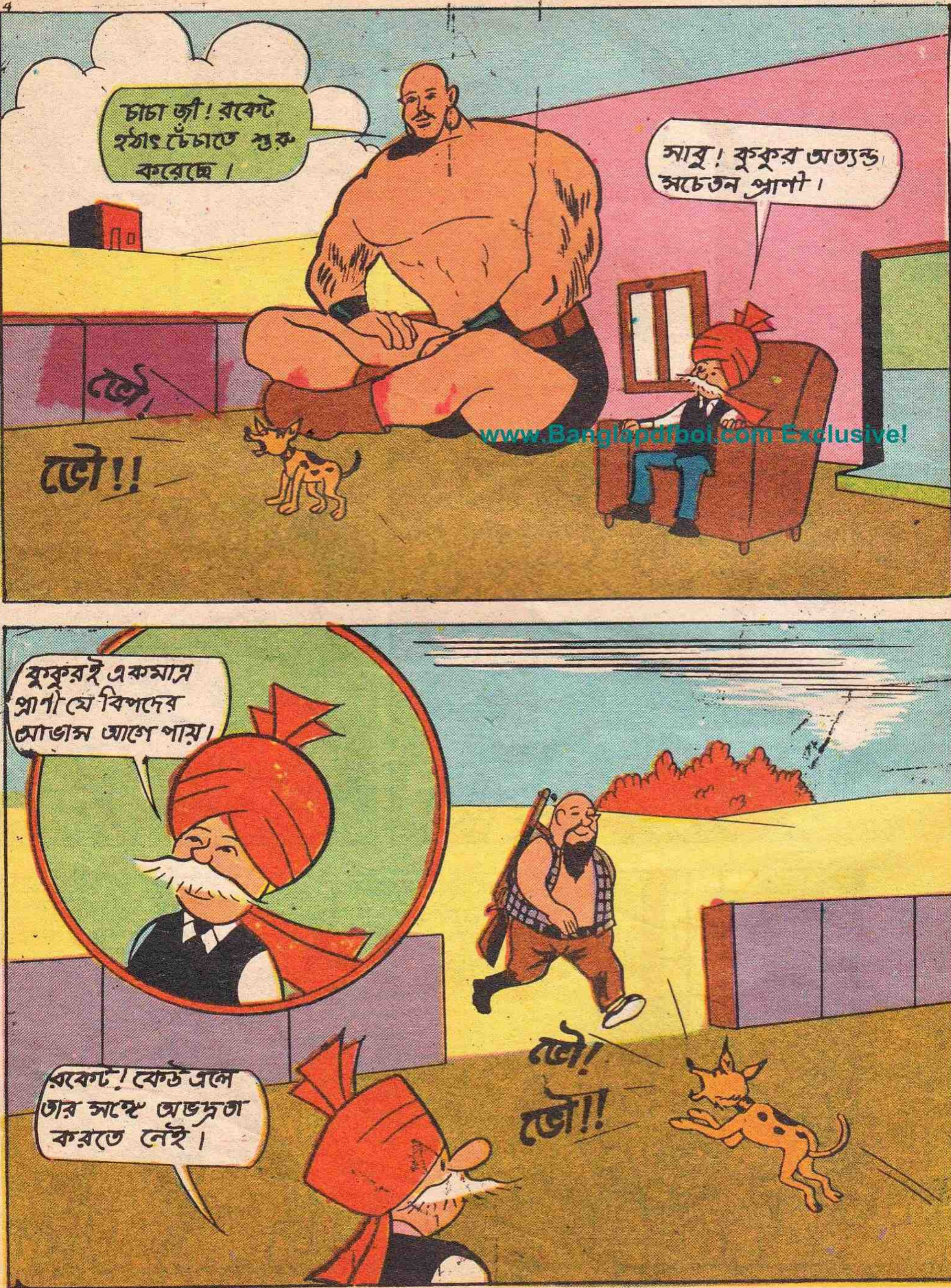
চাচা চৌধরী ও রাকার পুনরাগমন

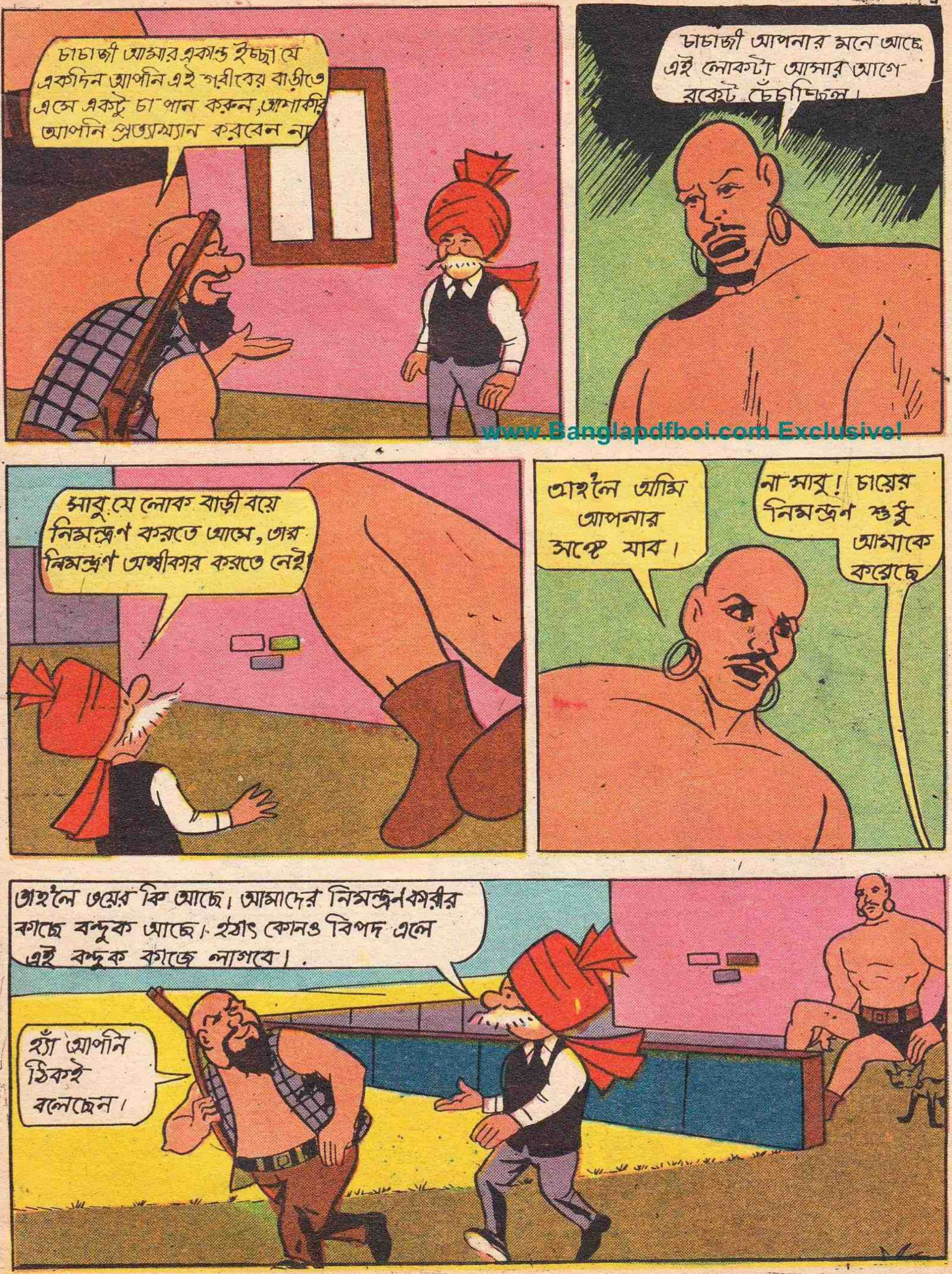




যদি চাচাচৌধরীকে মারতে হয়, তাহলে মাথা ঘামিয়ে কোনও উপায় বার করতে হবে।
গোশা তোমার কাছে কোনও প্ল্যান আছে?
হ্যাঁ আছে, ওকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাক।
এই ডিনামাইটটা এই চেয়ারের নিচে লাগিয়ে দিলাম
চাচাচৌধরীকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে এনে এই চেয়ারে বসতে দেব তারপর.....
যখন ও মনের সুখে চায়ে চুমুক দেবে তখন তুমি কোন অজুহাতে ওই ঝোপের কাছে চলে যাবে। এতে দুটো লাভ হবে, প্রথমত: তুমি ডিনামাইটের থেকে দূরে হয়ে যাবে..


দ্বিতীয়তঃ তুমি ওখানে থাকলে আমি তোমার সংকেত অনুযায়ী ডিনামাইট এর রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে দেব।
কড়ড়ুম!
এইভাবে চাচাচৌধুরী ধ্বংস হবে
বাঃ গোশা কি বলে তোমার বুদ্ধির তারিফ করি।
ওই একই ভাবে দ্বিতীয় চে ডিনামাইট লাগালাম।
চেয়ারটা সাজিয়ে রাখলাম, এমন দুশমনকে এনে বসানো তোমার কাজ
আমি এক্ষুনি গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি


চাচা জী! রকেট হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করেছে।
সাবু! কুকুর অত্যন্ত সচেতন প্রাণী।
ভৌ!
ভৌ!!
কুকুরই একমাত্র প্রাণী যে বিপদের আভাস আগে পায়।
ভৌ!
ভৌ!!
রকেট! কেউ এলে তার সঙ্গে অভদ্রতা করতে নেই।


চাচাজী আমার একান্ত ইচ্ছা যে একদিন আপনি এই গরীবের বাড়ীতে এসে একটু চা পান করুন, আশাকরি আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না
চাচাজী আপনার মনে আছে এই লোকটা আমার আগে রকেট চেঁচাচ্ছিল।
সাবু যে লোক বাড়ী বয়ে নিমন্ত্রণ করতে আসে, তার নিমন্ত্রণ অস্বীকার করতে নেই।
তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যাব।
না সাবু! চায়ের নিমন্ত্রণ শুধু আমাকে করেছে
তাহলে ভয়ের কি আছে। আমাদের নিমন্ত্রণকারীর কাছে বন্দুক আছে। হঠাৎ কোনও বিপদ এলে এই বন্দুক কাজে লাগবে।
হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন।


আমি ভেতর থেকে আপনার জন্য গরম চা নিয়ে আসছি।
সব কিছু প্ল্যান মাফিক চলছে।
বাঃ চা টা সত্যিই খুব ভাল হয়েছে।
এমন সুযোগ আবার কবে পাব? এই অবসরে কেননা আপনার একটা ফোটো তুলি।
ব্যস -- এই হচ্ছে সুযোগ।
গোশা রিমোট-কন্ট্রোলের বোতাম টিপে দিল।
কড়ড়ড়াম!


বাব্লু ঘরে চা নিতে গিয়েছিল তখন আমি চেয়ারের নীচে লাগানো ডিনামাইট বার করে ঝোপে ফেলে দিয়েছিলাম বসার আগে আমি চেয়ারটা দেখে নিয়েছিলাম। শত্রুকে বিশ্বাস করোনা
চাচাজীর বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।
যাই হোক চায়ের জন্য ধন্যবাদ
আমেরীকার অন্তরীক্ষ অনুসন্ধান কেন্দ্র কেপ কেনেডি থেকে একটি মহাকাশযান কার্নিভেলকে অন্তরীক্ষে অনুসন্ধানের জন্য ছাড়া হয়েছে।
মাইক! অন্তরীক্ষ যান কার্নিভেলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো।
স্যার! আমি আগেই তা করেছি!
গুড্!
অন্তরীক্ষে কার্নিভেল অনুসন্ধান করতে করতে বহুদূরে চলে যাচ্ছে।
মঙ্গলগ্রহ থেকে আমরা
পৃথিবীতে খুবই উপকারী প্রমাণিত হবে।


র দূর অন্তরীক্ষে আমি একজন মানুষের আকৃতি দেখতে পাচ্ছি।
মাইকেল ! জেমস জন আমি ঠাট্টা পছন্দ করিনা।
ঠাট্টা হ'লে তো ভালই হ'ত। হায় ভগবান এতো রাকা! কয়েক বছর আগে চাচা চৌধুরী আর সাবু ওকে অন্তরীক্ষে ফেলে দেয় যাতে পৃথিবীর মানুষগুলো আরামে বেঁচে থাকতে পারে।
পৃথিবীর মহাকাশযান! পৃথিবীতে ফেরৎ যাওয়ার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ।
পৃথিবীতে।
কি? রাকাকে মহাকাশযানের আশে পাশে দেখা গেছে?
এরকম হ'লে কার্নিভেলকে এখনি পৃথিবীতে ফেরৎ নাবিয়ে আনো
বস্! কার্নিভেলের অনুসন্ধানের কাজ কিন্তু এখনও পুরো হয়নি।



রাকা অত্যন্ত হিংস্র। ও আমাদের মহাকাশ যাত্রীদের মেরে ফেলবে।
এ তো অত্যন্ত জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এর জন্য প্রেসিডেন্টের অনুমতি নেওয়াটাই ভাল।
তুমি ঠিকই বলছ।
হ্যালো! আমি মহাকাশ অনুসন্ধান কেন্দ্রের ডায়রেক্টর, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই।
প্রেসিডেন্ট এখন ব্যস্ত আছেন।
কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার। আমাদের মহাকাশ যাত্রীদের প্রাণ বিপন্ন।
আমি প্রেসিডেন্টকে লাইন দিচ্ছি।
আমেরিকা প্রেসিডেন্ট
যদি আমাদের মহাকাশ যাত্রীরা ভাল ভাবে ফেরৎ না আসে তাহলে রুশ আমাদের তাচ্ছিল্য করবে, বিশ্বে আমাদের বদনাম হবে কার্নিভেলকে নামাও।
ধন্যবাদ মিস্টার প্রেসিডেন্ট


কিন্তু ততক্ষণে দেরী হোয়ে গিয়েছিল।
মহাকাশ যানকে ধরতে আমি সফল হয়েছি এখন আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে যাতে ভেতরের যাত্রীরা আমায় দেখতে না পায়।
U.S.
ক্যাপসুল আলাদা হচ্ছে। তার মানে মহাকাশ যাত্রীরা এখন পৃথিবীতে ফিরবে এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কোনও দিন পৃথিবীতে ফিরতে পারবোনা।
পৃথিবীর কন্ট্রোল থেকে ফেরৎ যাবার আদেশ এসেছে। আমি ক্যাপসুলকে আলাদা করে দিয়েছি।
ঠিক! রাকাকেও আর দেখা যায়নি।
হিন্দ মহাসাগর
ক্যাপসুল ঠিক ঠিক নেমেছে।
কিন্তু আমি ওর পেছনে কিছু লেগে থাকতে দেখেছি।
U.S. NAVY
এ তোমার মনের ভ্রম।


আমাদের জাহাজ আমাদের নিতে এসেছে।
বাড়ীতে পরিবারের লোকেরা আমাদের সঙ্গে দেখা হলে খুব আনন্দ পাবে।
U.S. NAVY
তারপর আমেরীকান জাহাজ দুইজন অন্তরীক্ষ যাত্রীদের নিয়ে রওনা হল
তৃতীয় যাত্রী যাকে জাহাজ পিছনে ফেলে গেল।
আঃ অনেকদিন পরে জল দেখলাম। পৃথিবী থেকে দূরে থাকার দরুন এর মহত্ত্ব জানতে পারলাম।
আমার বল!...
এক্ষুনি নিয়ে আসছি।



মা-আ--
আমার ছেলে! বাঁচাও!
www.Banglapdfboi.com Exclusive!
বেকুব মেয়েছেলে বেশী চেঁচালে মেজাজ গরম হয়ে যায় বুঝলি!
যাও! সমুদ্রে গিয়ে ডুব লাগাও, মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যাবে।
পৃথিবী বাসীরা! রাকা ফিরে এসেছে। এতদিন অন্তরীক্ষে থেকে সে এমন তৃষ্ণার্ত আজ তার তৃষ্ণা মেটাবার জন্য রক্ত চাই!


বোম্বাইয়ে ফিল্ম শুটিংয়ের লোকেশনে।
দৃশ্য এই যে:- হিরোইন নাটাশা সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যাবে, একটা কুমীর ওকে খেতে আসবে। তখন তীরে ভ্রমণরত হিরো হিরোইনের চিৎকার শুনে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর কুমীরকে মেরে সে হিরোইনকে জল থেকে তুলে পাড়ে আনবে।
ডায়রেক্টর
বাঃ হিরোইন নাটাশা কি সুন্দর দেখতে! যদি আমি ওকে তুলে নিয়ে যাই।
অসভ্য! এই ডায়লগ দৃশ্যে নেই।
ডায়রেক্টর
কুমড়োপটাশ! তুই রাকাকে অসভ্য বললি? এমন এমন দৃশ্য তৈরী করবো যা কস্মিনকালেও তুই কোনও ফিল্মে করিসনি
দোহাই! আমাকে মাফ করো তা নাহ'লে আমার ফিল্ম অসমাপ্ত থেকে যাবে।



রাকার কাছে মাত্র একটি জিনিস নেই। মোটা হুঁশ, ক্ষমা।
খটাক
জায়রেক্টর দূরে এক বাড়ীর ছাতে গিয়ে পড়লো।
খড়াক!
বাঁচাও! পুলিস!
চেঁচামেচি করা বেকার
জংলী জানোয়ার! আমাকে নীচে নামাও

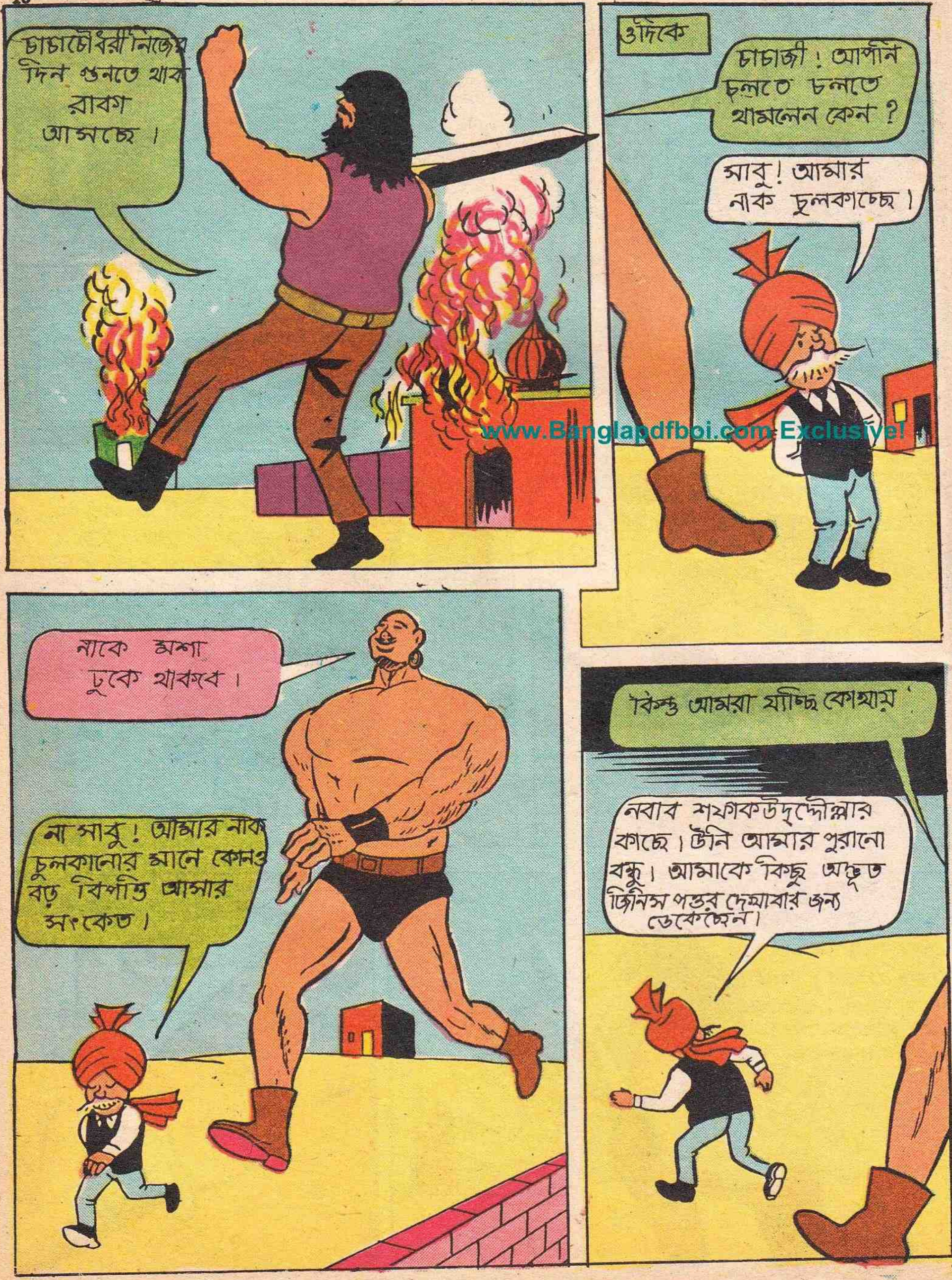

বাঁচাও! বাঁচাও!!
জীপ থামাও!
লম্বু! অনেক দাদাগিরি হয়েছে। এমন মেয়েটাকে নীচে নামিয়ে দাও!
ইঁদুর কখনোও বাঘের রাস্তা আটকেছে? পেছনে সরে যাও!
তুই জানিস না যে তোর আর আমার মধ্যে কি তফাৎ?
ধুম! ধুম!
তোমার সঙ্গে আমার এতটুকু তফাৎ যে আমার মরণ নেই। আর তুমি এমন মরতে যাচ্ছ।
ধুম! ধুম!


এস আমার মুঠির মধ্যে। তোমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই, তুমি রাকার রাস্তা রুকে নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে এনেছ।
গুড়ুম!
আ আ SSSS
মশাকে হাতে পিষে মারাই ভাল
একে নিয়ে যাও। এর প্রানবায়ু বেরিয়ে গেছে। এর সংকারের ব্যবস্থা কর।
তুমি আমাদের অফিসারকে মারলে? আমি তোমাকে গুলি করে উড়িয়ে দেব।
দুষ্টু ছেলেদের শাসন করার কায়দা আমার জানা আছে।
খ্রক!
আউ!
এই তলোয়ারটা আমার কোনও কাজে লাগবে


পোঁ পোঁ
ইশ্ বাসের ব্রেক ফেল হয়ে গেছে
B.E.S.T.
ধড়াক্
ওহো এ কি হলো ?
বাসটা থেমে গেছে
এক বিশালকায় মানুষের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে।
আমার অফিস যাবার ছিল।
এখন কি হবে ?
B.E.S.T.
আনাড়ী ! আমার পা থেঁতলে দিলি ?
ওহো বাঁচাও!
বিশাল লোকটা রেগে আছে।
ভাগো !


কুত্তারা! আমাকে রাগিয়ে তোমরা নিজেদের মৃত্যুকে ডেকেছ। আমায় এমন দোষ দিওনা।
খটাং!
ইশ বাসটাকে দু'টুকরো করে ফেললো।
ও সবাইকে মেরে ফেলবে
প্রাণ বাঁচাও !
এমন তবে তোমাদের ধ্বংসের পালা শুরু হ'ল!
লাইট পোস্ট চাপা পড়ে লোকটা মারা গেছে


হাঃ হাঃ সব জ্বালিয়ে ছারখার করে দেব। তাহলেই দুনিয়া বুঝবে যে রাকা ফিরে এসেছে।
প্রতিশোধ নিতে হবে! সারা দুনিয়াকে তচনচ করে দেব। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।
আটকাতে পারে একমাত্র চাচা চৌধুরী আর সাবু।
ভাল করেছ, তুমি মনে করিয়ে দিলে। ওদের সঙ্গে আমার কিছু হিসাব চুকানো বাকী আছে। আমি তোম
ছেড়ে দিতাম, কিন্তু রাকার কাছে ক্ষমা
আ-আ-ই সঃ


চাচাচৌধুরী নিজের দিন গুনতে থাক রাবণ আসছে।
ওদিকে
চাচাজী! আপনি চলতে চলতে থামলেন কেন?
সাবু! আমার নাক চুলকাচ্ছে।
নাকে মশা ঢুকে থাকবে।
না সাবু! আমার নাক চুলকানোর মানে কোনও বড় বিপত্তি আসার সংকেত।
কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়
নবাব শফাকউদ্‌দৌল্লার কাছে। উনি আমার পুরানো বন্ধু। আমাকে কিছু অদ্ভুত জিনিস পত্তর দেখাবার জন্য ডেকেছেন।


নবাব শফাকউদ্দৌল্লা
আসুন চৌধরী সাহেব
শফাক্ তুমি আমাকে ডেকেছ কেন ?
আমার স্বর্গীয় ঠাকুরদা নবাব শজাউদ্দৌল্লার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর অদ্ভূত সব জিনিস সংগ্রহ করার শখ ছিল
এই শখে উনি এক ভুলভুলিয়া মহল তৈরী করিয়ে ছিলেন। মানুষের বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য তৈরী করান। সাধারণ লোক এর মধ্যে ঢুকলে এক হপ্তার আগে বেরোতে পারে না। পঞ্চাশ বছর আগে একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের এর ভেতরে ঢুকে বেরিয়ে আসতে দুদিন লেগেছিল যা আজ পর্য্যন্ত এক বিশ্বরেকর্ড
লোকে বলে চাচাচৌধরীর বুদ্ধি কমপিউটরের চেয়ে প্রখর। তাই আমি দেখতে চাই যে এই মহলে ঢুকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে বার করতে তার কত সময় লাগে।
শফাক্ কোন রেকর্ড ভাঙ্গার ইচ্ছা আমার নেই। তবে আমার এই ভুলভুলিয়া মহলটা একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছা খুব বেড়ে গেছে।


চাচা চৌধুরী ভুলভুলিয়া মহলের কাছে যেতেই, দরজাটা নিজে থেকে খুলে গেল।
আমার ভেতরে ঢোকবার পরেই দরজাটা নিজে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। তার মানে মহল থেকে বের হবার জন্য অন্য একটাই দরজা খোলা আছে যেটা আমাকে খুঁজে বার করে বেরুতে হবে।
মহলের ভেতরটা সত্যিই গোলকধাঁধা। যে কেউ এর ভেতরে হারিয়ে যেতে পারে।
তখনই
ওহো! এত ধোঁয়া?
বাইরে...
নফাক উদ্দৌল্লা! চাচাজী মহল থেকে যদি বাইরে না আসেন তাহলে আমি তোমার ঘাড় মটকে দেব।
হোঃ! হোঃ!


এই মহলের সব দরজা বন্ধ আছে, শুধু একটা দরজাই খোলা আছে যেটা খুঁজতে লোকের এক হপ্তা লেগে যায়, অতএব সাবু! তুমি ততক্ষ এখানে বসে অপেক্ষা কর
পাগড়ী তে পেলাম।
অসম্ভব! উনি গেছেন মাত্র দশ মিনিট হয়েছে।
শফাকউদ্দৌল্লা দেখ, চাচাচৌধরী !!!
হে খোদা! এই লোকটাতো সত্যিই পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য।


ভেতরে ধোঁয়া আমাকে পথ দেখালো। সাধারণ লোক ধোঁয়া দেখে ঘাবড়ে দূরে পালায়, কিন্তু আমি যেদিক দিয়ে ধোঁয়া আসছিল সেই দিকেই গেলাম। বাইরে যাওয়ার রাস্তা ধোঁয়ার পেছনেই ছিল।
খবরের সময় হয়েছে। পকেট ট্র্যানজিস্টরে খবর শুনতে আমার ভাল লাগে।
আকাশবাণী! হিংস্র ডাকাত রাকা যাকে কিছুদিন আগে অন্তরীক্ষে ছেড়ে আসা হয়েছিল সে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে আর এসেই খুন-খারাপি শুরু করেছে। এমন পর্য্যন্ত সে পঞ্চাশ জনকে হত্যা করেছে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করেছে।
এ কি কোরে হোলো?
আমার মনে হয় রাকা কোনও মহাকাশ যানের সাহায্যে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।
আরও লোকের হত্যা করার আগেই আগেই আমাদের উচিৎ ওকে আটকানো।
সাবু! রাকা নিজেই এখানে আসবে।

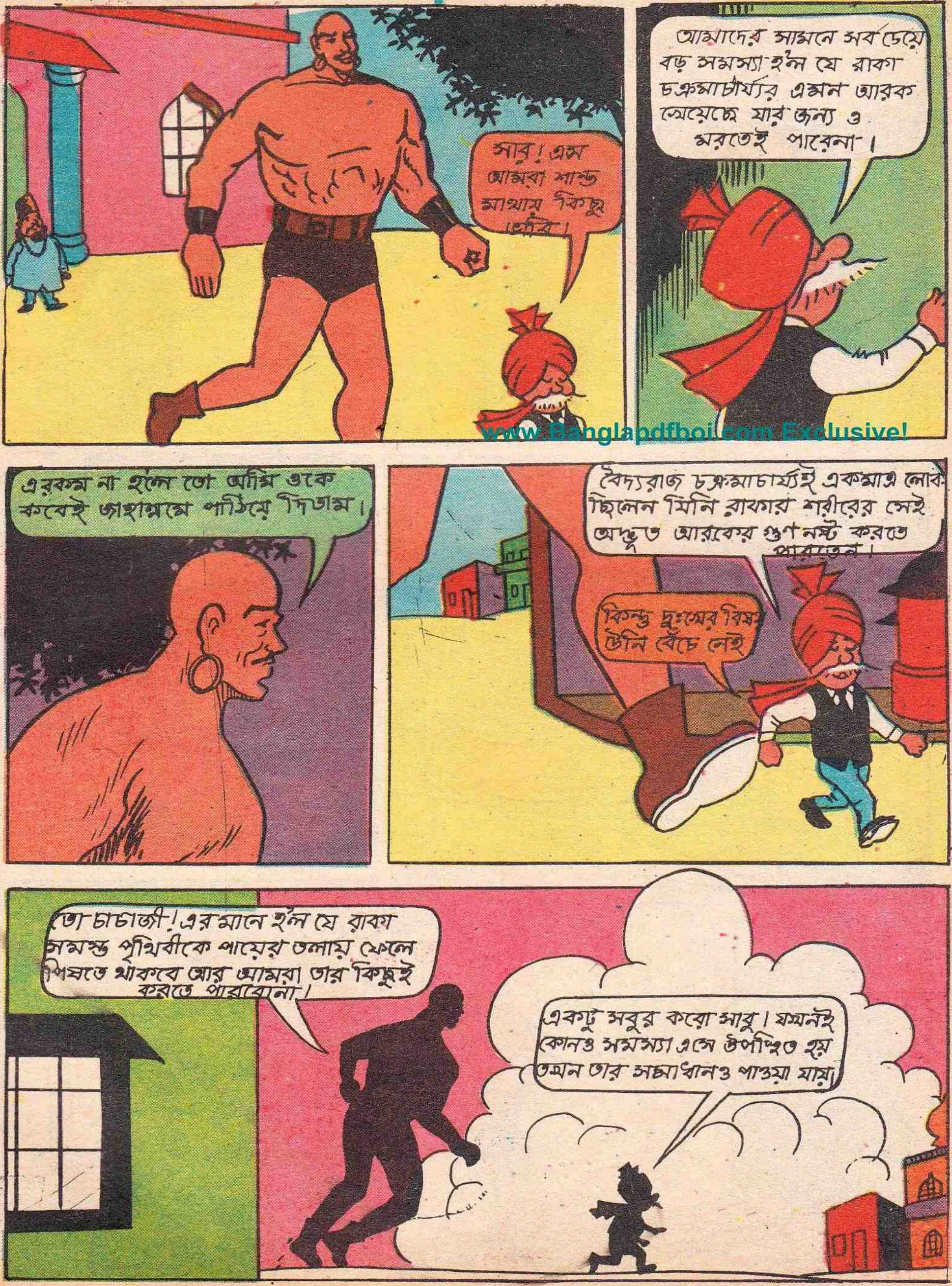

রাকার অবস্থা এমন এক আহত
সাপের মতন ও আমাদের উপর
নেবার জন্য নিশ্চয় ছটফট করছে
লাল পাগড়ী ওয়ালা !
তুমি সত্যিই দূরদর্শী !
যতদিন তুমি বেঁচে আছ ততদিন
আমার অবস্থা সংকটাপন্ন থাকবে
তুমি আমাকে
আবার অন্তরীক্ষে
ছেড়ে আসতে
পার।
তাই তোমাকে
খতম করা খুব
দরকার।
ঘ্যাঁটক্
তিতু পাঁঠা কোথাকার
তোর এত সাহস !!

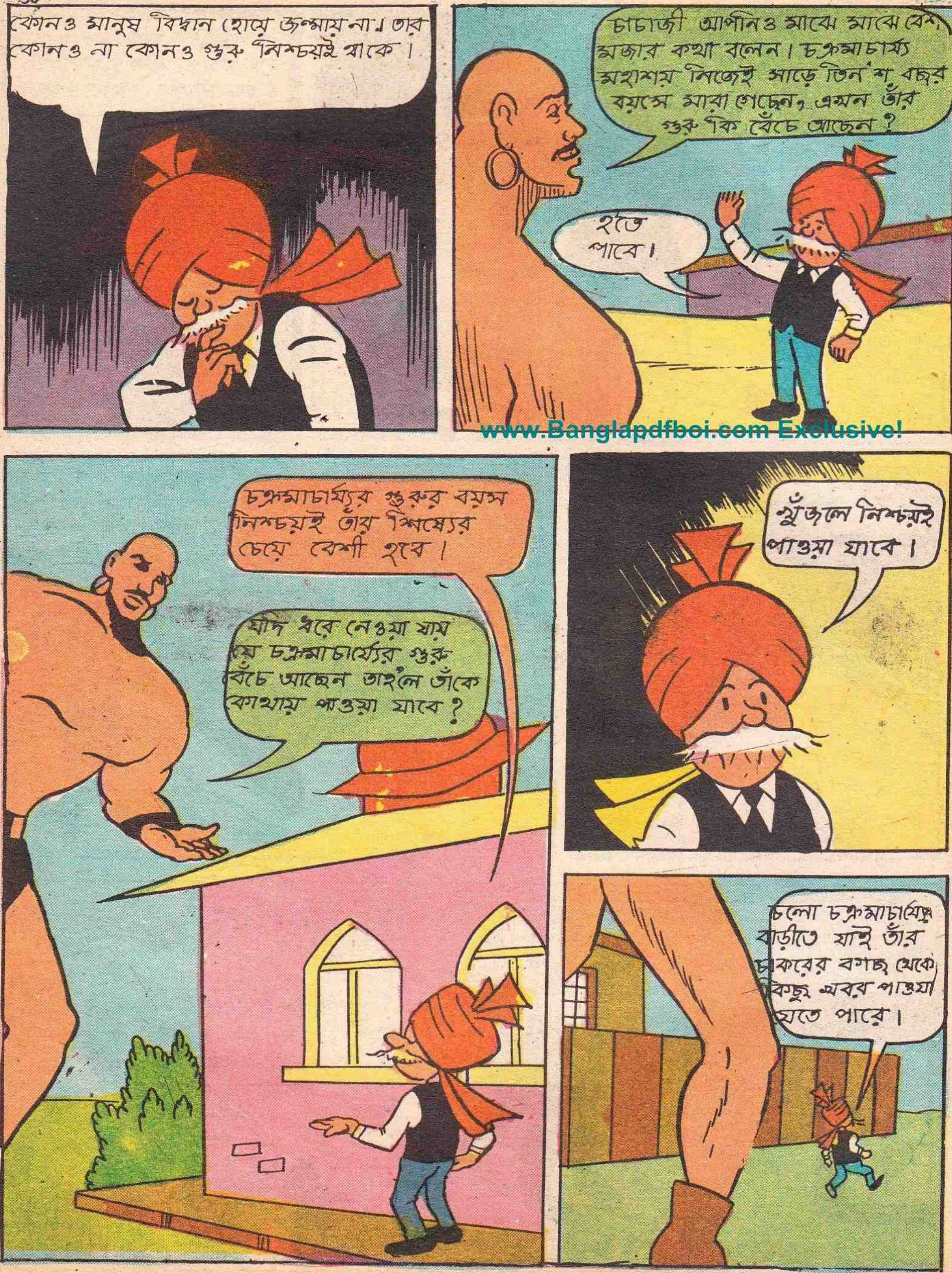

তুই কি আগে মরতে চাস ? ঠিক আছে।
টিশুম
সত্যি আজ পর্য্যন্ত এত জোরে কেউ আমাকে ঘুষি মারেনি।
কি রে চোখে সর্ষেফুল দেখতে পাচ্ছিস ?
এই নে আমার পালটা !
ধড়াম !



আমার উচিৎ রাকার উপর ফরমূলা ৫৫৫ প্রয়োগ করা
চৌধরী মাটি থেকে একটা পাথর তুললেন আর...
তড়াক্
ছুঁচো! ঢিল মারছিস?
তোমরা একজন অন্যজনকে বাঁচাতে চাইছ। কিন্তু আমি ঠিক করেছি যে আগে চৌধরীকে মারবো তারপর সাবুকে।
কতদূর পালাবে? শেষ পর্যন্ত আমার তলোয়ারকে তোমায় রক্ত দিতেই হবে।
লালপাগড়ীওয়ালা! নিজেই এবার আটকা পড়েছ। এই মহলের ভেতরেই তোমাকে মেরে ফেলবো।

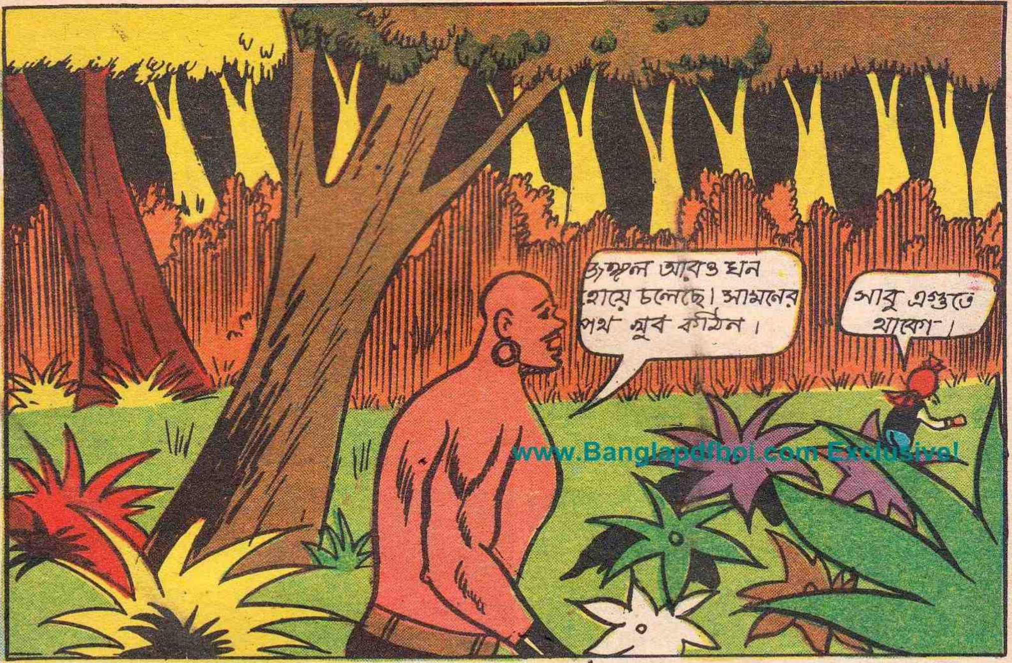

ওহো! এ ত-ধোঁয়া
লাল পাগড়ি ওয়ালা কোথায় উধাও হোলো?
আমি ওকে ভূলভূলিয়া মহলে ছেড়ে এসেছি।
তাতে কি হবে?
ও কোনও না কোনও দিন বাইরে বেরোবার রাস্তা খুঁজে বার করবে। বাইরে এসেই দ্বিগুণ জোরে মারকাট ও ভাঙ্গাচোরা শুরু করবে।
যে লোকের শক্তি বেশী হয় তার বুদ্ধি হয় কম। বাকার বাইরে আসতে চার পাঁচ দিন অবশ্যই
আমরা ওকে
জন্য শেষ করবার কোনও উপায় নিশ্চয় বার করে নেব।


সাবু! এস আমরা শান্ত মাথায় কিছু ভাবি।
আমাদের সামনে সব চেয়ে বড় সমস্যা হ'ল যে রাকা চক্রমাচার্য্যর এমন আরক খেয়েছে যার জন্য ও মরতেই পারেনা।
এরকম না হ'লে তো আমি ওকে কবেই জাহান্নমে পাঠিয়ে দিতাম।
বৈদ্যরাজ চক্রমাচার্য্যই একমাত্র লোক ছিলেন যিনি রাকার শরীরের সেই অদ্ভুত আরকের গুণ নষ্ট করতে পারতেন।
কিন্তু দুঃখের বিষয় উনি বেঁচে নেই
তো চাচাজী! এর মানে হ'ল যে রাকা সমস্ত পৃথিবীকে পায়ের তলায় ফেলে পিষতে থাকবে আর আমরা তার কিছুই করতে পারবোনা।
একটু সবুর করো সাবু। যখনই কোনও সমস্যা এসে উপস্থিত হয় তখন তার সমাধানও পাওয়া যায়।


কোনও মানুষ বিদ্বান হোয়ে জন্মায় না। তার কোনও না কোনও গুরু নিশ্চয়ই থাকে।
চাচাজী আপনিও মাঝে মাঝে বেশ মজার কথা বলেন। চক্রমাচার্য্য মহাশয় নিজেই সাড়ে তিন'শ বছর বয়সে মারা গেছেন, এমন তাঁর গুরু কি বেঁচে আছেন?
হতে পারে।
চক্রমাচার্য্যের গুরুর বয়স নিশ্চয়ই তাঁর শিষ্যের চেয়ে বেশী হবে।
যদি ধরে নেওয়া যায় যে চক্রমাচার্য্যের গুরু বেঁচে আছেন তাহলে তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?
খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।
চলো চক্রমাচার্য্যের বাড়ীতে যাই তাঁর চাকরের কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।


স্বর্গীয় চক্রমাচার্য্যের চাকর তুলসী বাড়ীর দরজা খুললো।
দাদু এখানে এমন ওষুধ পাওয়া যায় না। তুমি কি জানো না যে আচার্য্য মশায় অনেক দিন হলো মারা গেছেন?
আমরা চিকিৎসা করাতে আসিনি। চক্রমাচার্য্য মহাশয় একজন ধন্বন্তরী ছিলেন। তুমি কি বলতে পার তাঁর গুরু কে ছিলেন?
গুরু?
কখনও কখনও আচার্য্যজী বলতেন যে ওঁর গুরু বজ্রদেব কোনও গভীর জঙ্গলে থাকেন।
হিমালয়ের ঘন জঙ্গলে নয় তো?
হ্যাঁ, সেখানেই! সেখানেই!

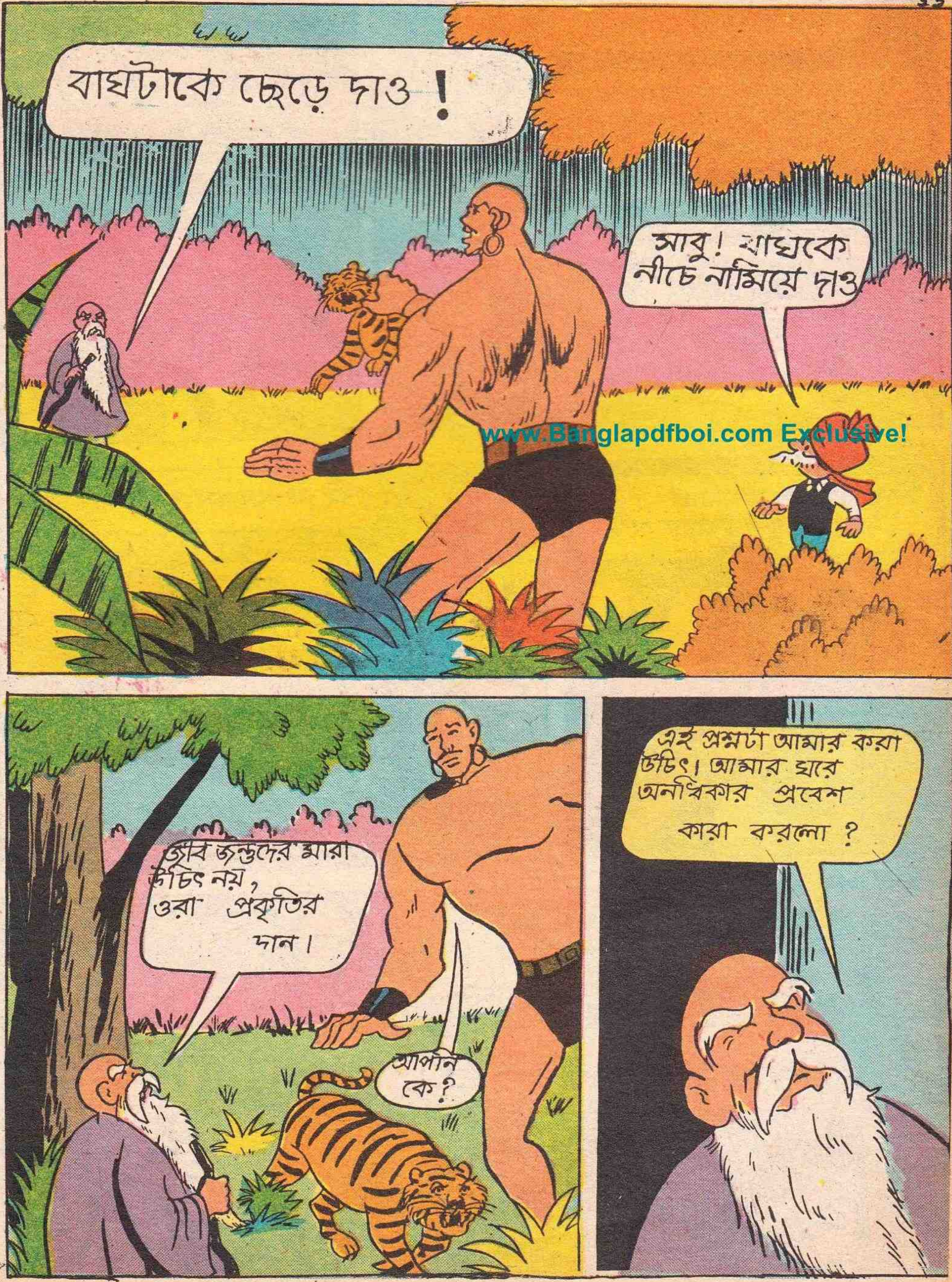

ব্যস! এতটাই যথেষ্ট, বাকিটা আমরা নিজেরাই খুঁজে নেব।
দাদু একটু বসুন! একটু বাদামের সরবত খেয়ে যান।
না, এমন এক
থেকে বেরোবার
বজ্রদেবকে খুঁজে বার
করতে হবে।
হিমালয়ের জঙ্গলের দিকে
চাচাজী পাগড়ীর খেয়াল রাখবেন যেন উড়ে না যায়
এ যে বিরাট জঙ্গল। আমরা কোথায় কোথায় খুঁজে বেড়াবো?
না! আমাদের বজ্রদেবকে অবশ্যই খুঁজতে হবে।

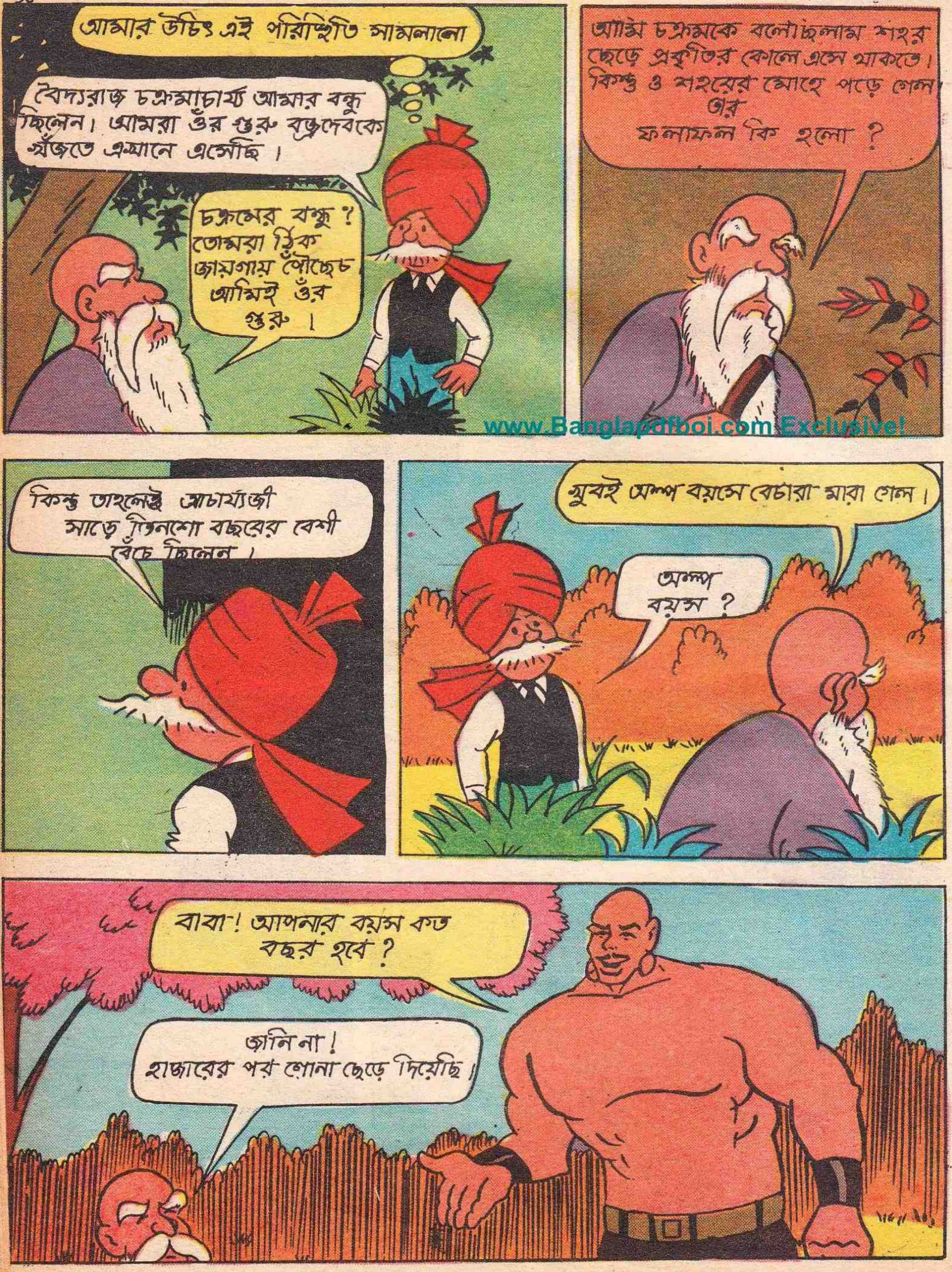

জঙ্গল আরও ঘন হয়ে চলেছে। সামনের পথ খুব কঠিন।
সাবু এগুতে থাকো।

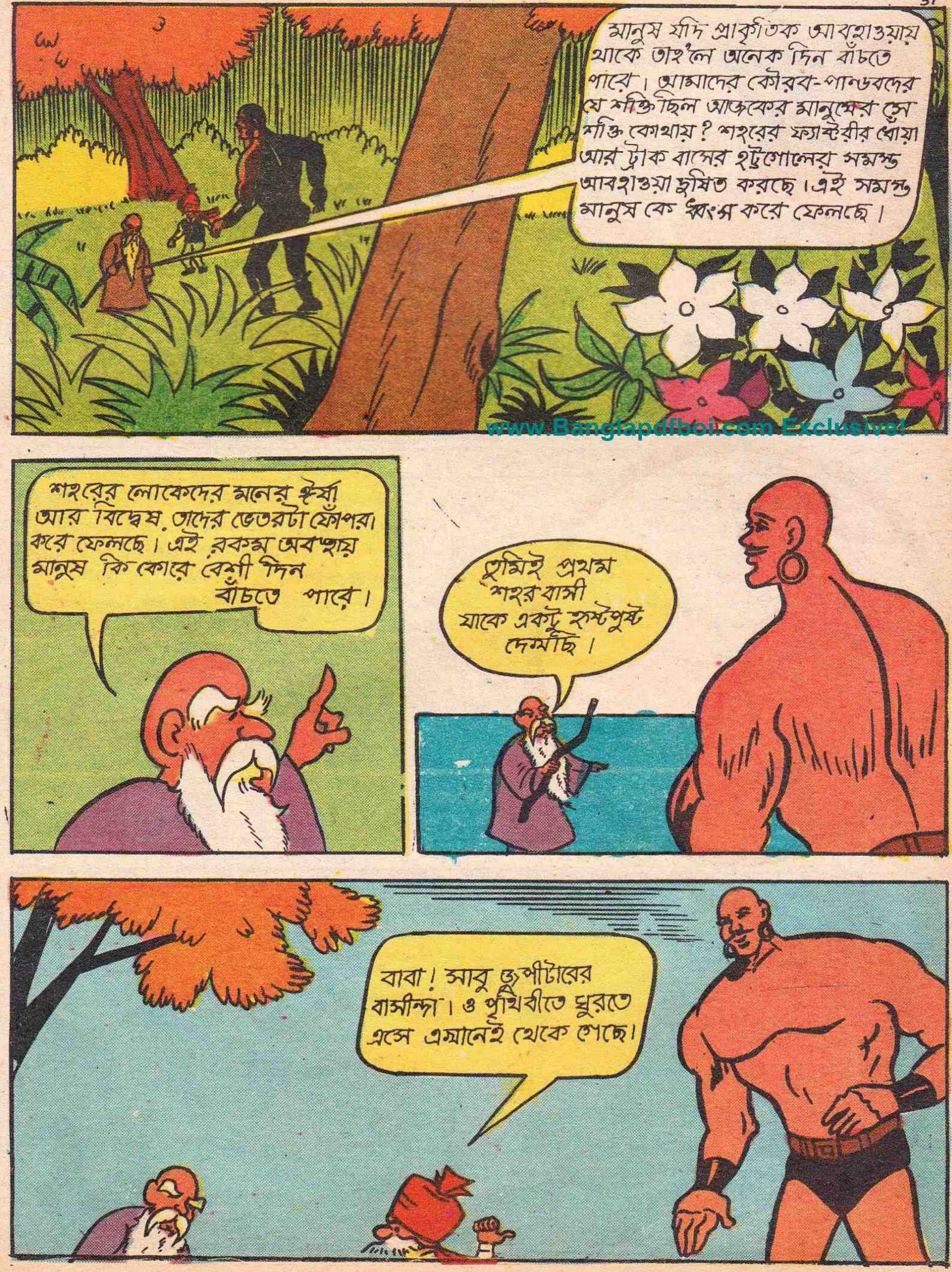

উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করে আমরা ফিরতে পারিনা।


চাচাজী! সাবধান!
গররররর!

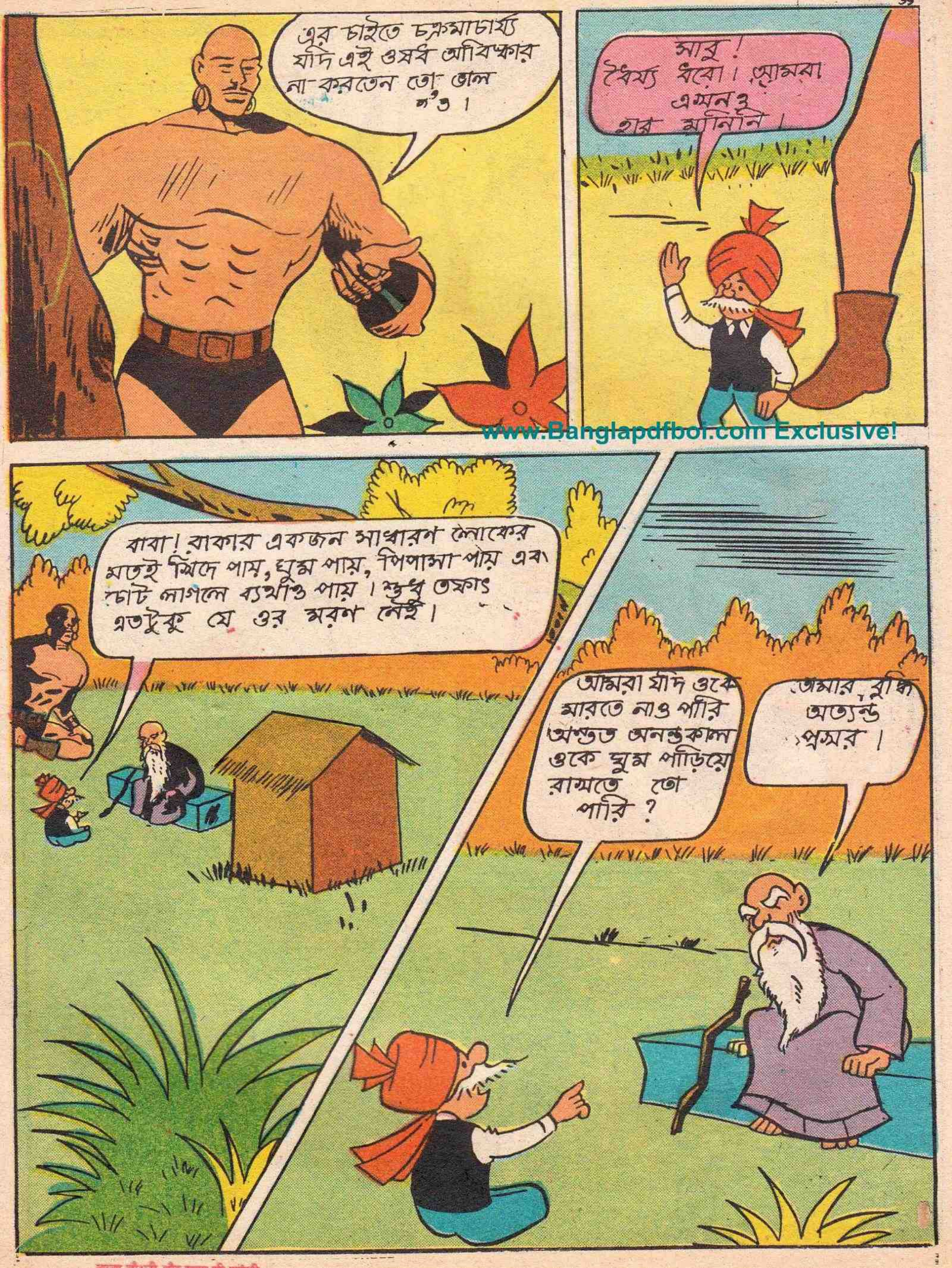

এক চুলের জন্য
বেঁচে গেছি ।
জংলী বেড়াল ! তুই
চাচাজীর ওপর হামলা
করলি !
তুই এর সমুচিত শিক্ষা
পাবি, আমি তোকে পিষে
মারতে যাচ্ছ ।
অমনই জঙ্গলের
ভেতর থেকে
আওয়াজ
এল ।
বাঘটাকে
ছেড়ে দাও !
?
গর.র.র!!


বাঘটাকে ছেড়ে দাও !
সাবু! বাঘকে নীচে নামিয়ে দাও
জীব জন্তুদের মারা উচিৎ নয়, ওরা প্রকৃতির দান।
আপনি কে?
এই প্রশ্নটা আমার করা উচিৎ। আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ কারা করলো ?

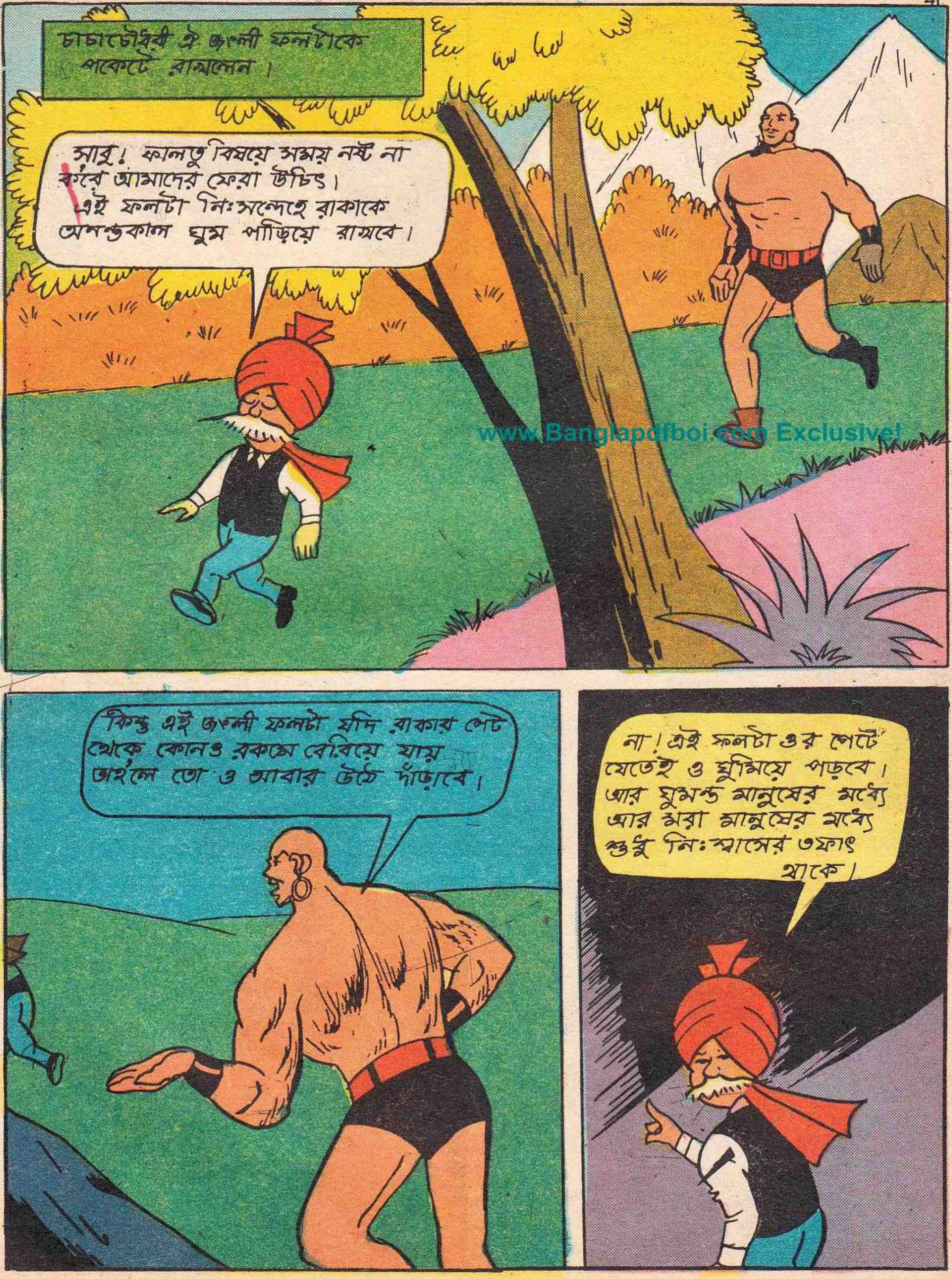

আমার উচিৎ এই পরিস্থিতি সামলানো
বৈদ্যরাজ চক্রমাচার্য আমার বন্ধু ছিলেন। আমরা ওঁর গুরু বজ্রদেবকে খুঁজতে এখানে এসেছি।
চক্রমের বন্ধু? তোমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছেচ আমিই ওঁর গুরু।
আমি চক্রমকে বলেছিলাম শহর ছেড়ে প্রকৃতির কোলে এসে থাকতে। কিন্তু ও শহরের মোহে পড়ে গেল ওর ফলাফল কি হলো?
কিন্তু তাহলেই আচার্যজী সাড়ে তিনশো বছরের বেশী বেঁচে ছিলেন।
খুবই অল্প বয়সে বেচারা মারা গেল।
অল্প বয়স?
বাবা! আপনার বয়স কত বছর হবে?
জানি না! হাজারের পর গোনা ছেড়ে দিয়েছি।

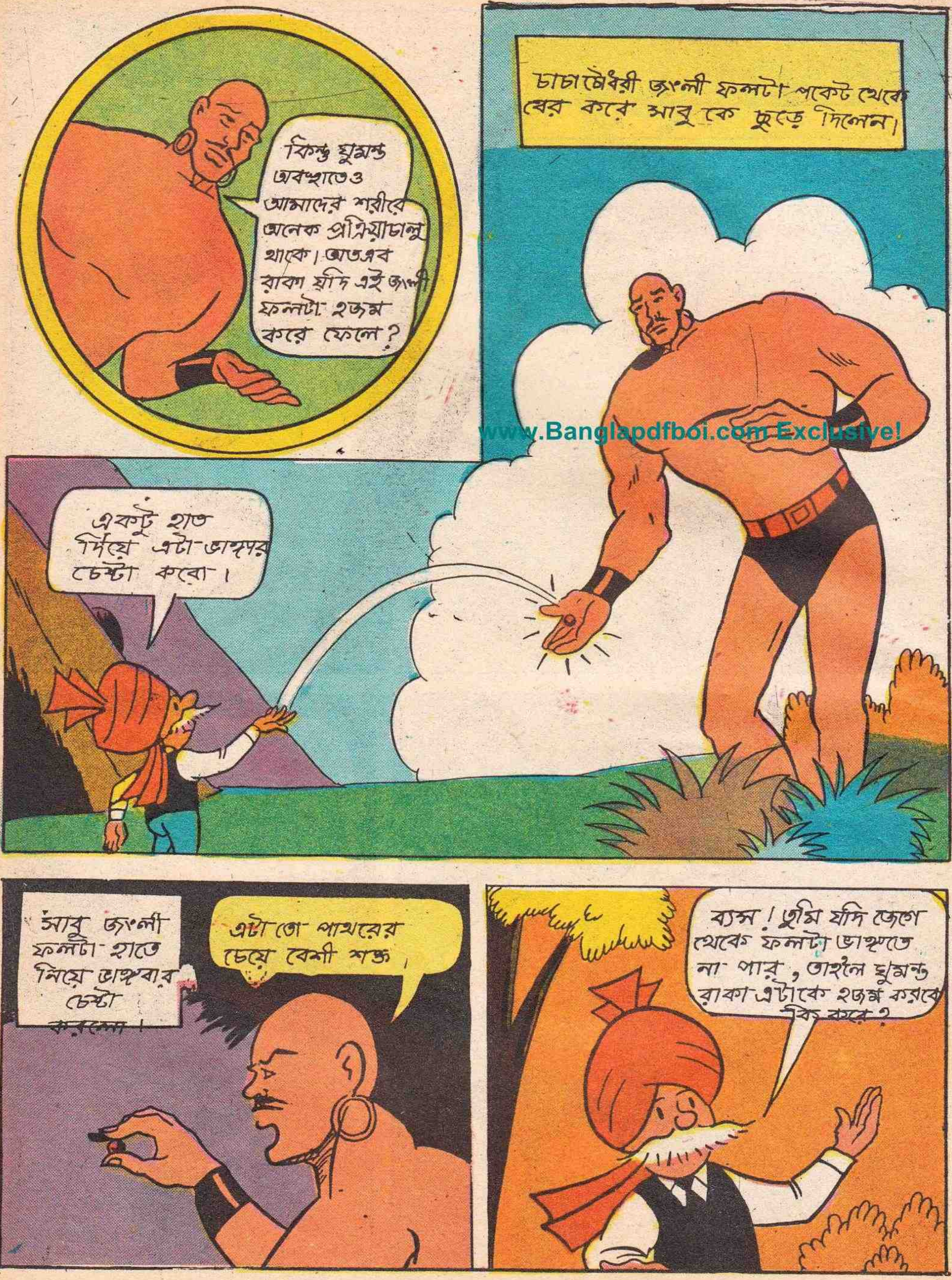

মানুষ যদি প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় থাকে তাহ'লে অনেক দিন বাঁচতে পারে। আমাদের কৌরব-পান্ডবদের যে শক্তি ছিল আজকের মানুষের সে শক্তি কোথায়? শহরের ফ্যাক্টরীর ধোঁয়া আর ট্রাক বাসের হট্টগোলেরা সমস্ত আবহাওয়া দূষিত করছে। এই সমস্ত মানুষ কে ধ্বংস করে ফেলছে।
শহরের লোকেদের মনের ঈর্ষা আর বিদ্বেষ. তাদের ভেতরটা ফোঁপরা করে ফেলছে। এই রকম অবস্থায় মানুষ কি কোরে বেশী দিন বাঁচতে পারে।
তুমিই প্রথম শহরবাসী যাকে একটু হৃষ্টপুষ্ট দেখছি।
বাবা! সাবু জুপীটারের বাসীন্দা। ও পৃথিবীতে ঘুরতে এসে এখানেই থেকে গেছে।


যাই হোক। তোমাদের এখানে আসার কারণ বল ?
চন্দ্রমাচার্য্যজী একটি ওষুধের আবিষ্কার করে-ছিলেন যেটা খেলে মানুষ মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়ে যায়
সেই অদ্ভুত আরক একজন হিংস্র ডাকাত রাকার হাতে পড়ে, সেই ওষুধ খেয়ে অত্যাচারীটা সমস্ত বিশ্বে অত্যাচার করছে।
সেই ওষুধের প্রতিষেধক চন্দ্রমাচার্য্যের কাছে ছিল। অথবা আপনার কাছে থাকতে পারে।
হিমালয়ে এই ধরনের জড়িবুটি অনেক আছে যা এই আরকের গুণ নষ্ট করতে পারে। আর রাকা মরতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত জড়িবুটি জোগাড় করে ওষুধে পরিবর্ত্তিত করতে কয়েক বছর সময় লাগবে।
ততক্ষনে রাকা সমস্ত বিশ্বকে শেষ করে দেবে। ওকে এক্ষুনি থামাবার ব্যবস্থা করতে হবে।


ওর চাইতে চক্রমাচার্য্য যদি এই ওষুধ আবিষ্কার না করতেন তো ভাল হ'ত।
সাবু! ধৈর্য্য ধরো। আমরা এখনও হার মানিনি।
বাবা! রাকার একজন সাধারণ লোকের মতেই খিদে পায়, ঘুম পায়, পিপাসা পায় এবং চোট লাগলে ব্যথাও পায়। শুধু তফাৎ এতটুকু যে ওর মরণ নেই।
আমরা যদি ওকে মারতে নাও পারি অন্তত অনন্তকাল ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে তো পারি?
তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর।


বজ্রদেব একটি ছোট গাছের দিকে গেলেন
এই গাছের ফল তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে।
এই ফল যদি কোনও লোকের পেটে যায় এবং সেটা যতক্ষন তার পেটে থাকবে সে ঘুমিয়ে থাকবে।
চাচাচৌধরী ফলটা নিলেন
এবার এটাকে রাবগার মুখে ফেল আমাদের কাজ।
চাচাজী! ফলটা যাচাই করে নেবেন।
যদি তুমি তোমার বাকী জীবন ঘুমিয়ে আর স্বপ্ন দেখে কাটাতে চাও তাহলে এটা খেয়ে দেখ।


চাচাচৌধুরী ঐ জংলী ফলটাকে পকেটে রাখলেন।
সাবু! ফালতু বিষয়ে সময় নষ্ট না করে আমাদের ফেরা উচিৎ। এই ফলটা নিঃসন্দেহে রাকাকে অনন্তকাল ঘুম পাড়িয়ে রাখবে।
www.Banglapdfboi.com Exclusive!
কিন্তু এই জংলী ফলটা যদি রাকার পেট থেকে কোনও রকমে বেরিয়ে যায় তাহলে তো ও আবার উঠে দাঁড়াবে।
না! এই ফলটা ওর পেটে যেতেই ও ঘুমিয়ে পড়বে। আর ঘুমন্ত মানুষের মধ্যে আর মরা মানুষের মধ্যে শুধু নিঃশ্বাসের তফাৎ থাকে।


কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমাদের শরীরে অনেক প্রক্রিয়া চালু থাকে। অতএব রাকা যদি এই জংলী ফলটা হজম করে ফেলে?
চাচা চৌধুরী জংলী ফলটা পকেট থেকে বের করে সাবু কে ছুঁড়ে দিলেন।
একটু হাত দিয়ে এটা ভাঙ্গার চেষ্টা করো।
সাবু জংলী ফলটা হাতে নিয়ে ভাঙ্গবার চেষ্টা করলো।
এটা তো পাথরের চেয়ে বেশী শক্ত।
ব্যস! তুমি যদি জেগে থেকে ফলটা ভাঙ্গতে না পার, তাহলে ঘুমন্ত রাকা এটাকে হজম করবে কি করে?


হিমালয়ের অগাধ বনসম্পত্তির থেকে বজ্রদেব এই অমূল্য হীরাটা আমাদের দিয়েছেন। যতক্ষণ এটা রাকার পেটে থাকবে ততক্ষণ ও ঘুমোবে, আর যতক্ষণ রাকা ঘুমিয়ে থাকবে ততক্ষণ পৃথিবীর লোক শান্তিতে থাকবে
এতক্ষণে আমার মাথায় ঢুকেছে, নিন ফলটা সামলান।
এমন কি করি? সামনে রাস্তা শেষ।
নীচে গভীর নদী বইছে। ঝাঁপ দাও!
জয় বজরংবলী!


চাচাজী! গঙ্গার জল কি সুন্দর পরিষ্কার আর ঠান্ডা। একটু স্নান করে নিই?
না ওদিকে যদি রাকা ভুলভুলিয়া মহল থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে আবার খুনখারাপি শুরু করবে।
ওদিকে...
চাচাচৌধুরী ঠিকই বলেছিলেন যে, মানুষ যত লম্বা চওড়া হয় তার বুদ্ধি ততই কম হয়।
রাকা এমনও ভুলভুলিয়া মহলে আটকা পড়ে আছে।
এটাও তো হতে পারে যে রাকা হয়তো কোনও দিনই মহল থেকে বেরোবার রাস্তা খুঁজে পাবেনা।
তাই যদি হয় তাহলে আমার এই মহলকে লোকে দরগার মতো পূজো করবে।


বাইরে আসার এই একমাত্র দরজা যেটা খোলা আছে। আমি এটা বন্ধ করে দিচ্ছি।
ভেতরে রাকা...
উফ চোখের ভেতর ধোঁয়া ভরে গেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
ধোঁয়ায় চোখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও রাকা এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালাতে লাগলো
দুদিন পর্য্যন্ত রাগের চোটে ভাঙ্গচুর করতে থাকলো
ঠনননন!
ওহো দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মজবুত পাথরের তৈরী এটাকে ভাঙ্গা আমি বা আমার তলোয়ারের দ্বারা হবে না।
তারপর ঘুরতে ঘুরতে তলোয়ারের ঘা একটা দরজায় পড়লো।
খটাক
মনে হচ্ছে এটা কোনও দরজা।
চাচাচৌধুরী! মরবার জন্য প্রস্তুত হও!


কোথায় গেল ইঁদুরটা যে আমাকে ঐ মহলে ছেড়ে এসেছিল।
চাচাচৌধুরী আর সাবু কোথায়? কতদিন ধরে আমি খিদে তৃষ্ণায় পাগল হয়ে ওই মহলে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম।
আমি জানিনা ওরা কোথায়?
মিথ্যা! কথা!
খটাক!
যতক্ষণ না ওদের খতম করছি আমার শান্তি নেই
দুনিয়ার লোকেরা শোনো! যতক্ষণ না তোমরা চাচাচৌধুরী আর সাবুকে আমার হাতে তুলে দিচ্ছ ততক্ষণ এই তলোয়ার তোমাদের মাথা কাটতে থাকবে।


রাকার আতঙ্ক আর একবার ছড়াতে লাগল।
আমায় ছেড়ে দাও।
যতক্ষণ না চাচাচৌধুরীর ঠিকানা দিচ্ছ ততক্ষণ এই রকম খুন খারাপ হতে থাকবে।
ব্রিজ ভাঙ্গা শুরু হোলো।
রেলগাড়ী লাইন থেকে পড়তে লাগলো।


রাকা যেদিক দিয়ে গেল সে দিকেই লাশ ছড়িয়ে পড়লো।
চাচাচৌধরীর খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে রাকা সীমা পেরিয়ে পাকিস্তানে এসে পড়লো।
ইয়া খোদা!
পালাও!
ও পাকিস্তানেও খুন খারাপ জারি রাখলো।
চাচাচৌধরীকে আনো!

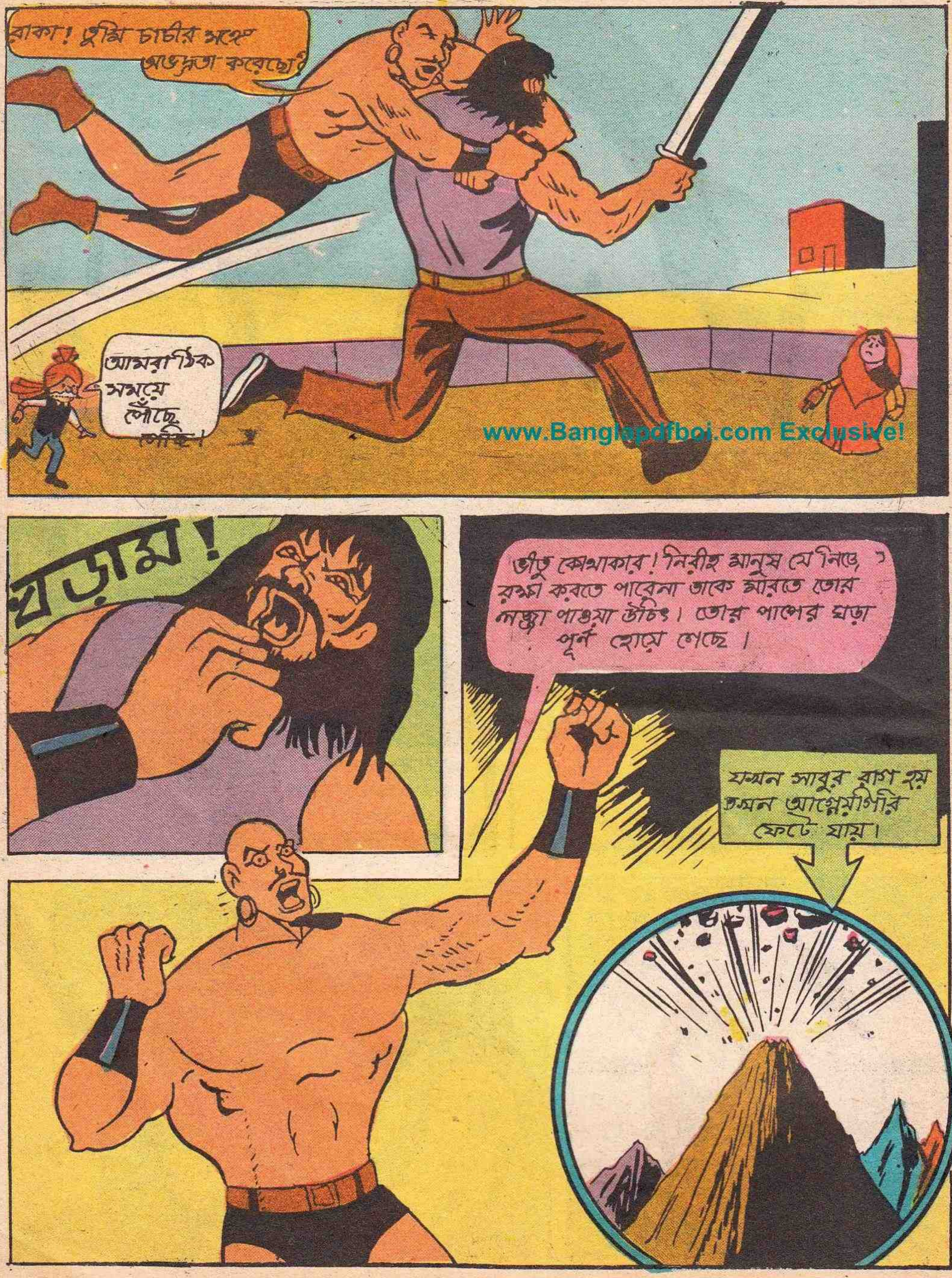

পাকিস্তান আর্মী চীফ অফ স্টাফ
এসব আমাদের দেশের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের ষড়যন্ত্র। ঐ বিরাট লোকটাকে আমাদের এখানে মারপিট আর রাহাজানী করার জন্য পাঠানো হয়েছে।
ওকে বোমা মেরে উড়িয়ে দাও
পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের এক স্কোয়াড্রন রাকাকে মারবার জন্য রওনা হল।
কাকের দল!
কড়ড়ড়াম!


ইয়া খোদা! এ আমি কি দেখছি। এতগুলো সাংঘাতিক বোমা লাগার পরেও ও বেঁচে আছে।
বোধহয় আমাদের টারগেট ঠিক হয়নি। এবার গোটা স্কোয়াড্রন এক সাথে হামলা করবে।
ঔ.উ.উ.আম
আমাদের আক্রমণ একেবারে ঠিক নিশানার ওপর ছিল। এই এলাকার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে।
এই কাকগুলোকে শিক্ষা দিতে হবে।


ওই দানবটা এমনও বেঁচে আছে আবার আক্রমণ কর।
কড়াক্
গরররর!!
পাকিস্তানী কমান্ডার এল।
চাচাচৌধুরীকে আমার হাতে দাও নইলে সবকিছু তছনছ করে দেব।
ও এই ব্যাপার!
এখানে শক্তি নয় ডিপ্লোম্যাসীর দরকার


এই জেনারেলের
কাঁয়দাটা ভালই
তুমি যাকে খুঁজছো তার
বৌকে ধরে নিয়ে এস
তাহ'লে সে নিজেই বৌকে
ছাড়াতে চলে আসবে।
জেনারেল!
তুমি বকশিশের
হকদার।
আমাদের সৈন্য
তোমাকে বর্ডার
পার ক'রে আসবে।


রাকাকে বর্ডার পার করে ফিরিয়ে দেওয়া হল।
আপদ গেল! তানাহ'লে না জানি ওই শয়তানটা আমাদের দেশের কত ক্ষতি করতো।
ব্যস...এখন চাচাচৌধরীর বাড়ী খোঁজা কঠিন নয়।
চাচাচৌধরীর বাড়ী...
আমি চিনি এই সেই লোক।
এই যে শোনো, রাকা তোমায় নিতে এসেছে।
এইটে দেখেছিস? এটা শহরের অনেক শয়তানের মাথা ঠান্ডা করেছে।
আমি তোকে মারতে চাইনি কিন্তু তুই আমায় রাগিয়ে দিয়েছিস। এই তলোয়ার তোর ঘাড়ে পড়লো বলে।


রাকা! তুমি চাচীর সঙ্গে অভদ্রতা করেছো?
আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছি!
www.Banglapdfboi.com Exclusive!
খড়াম!
ভীতু কোথাকার! নিরীহ মানুষ যে নিজে রক্ষা করতে পারেনা তাকে মারতে তোর লজ্জা পাওয়া উচিৎ। তোর পাপের ঘড়া পূর্ণ হোয়ে গেছে।
যখন সাবুর রাগ হয় তখন আগ্নেয়গিরি ফেটে যায়।


আমার ভয় হচ্ছে যে তুই ব্লাড প্রেসারের চোটেই না মরে যাস। আর আমি তোকে মারার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হই।
রাকা! তুমি শুধু অসহায় আর নিরস্ত্র লোকেদেরই মারতে শিখেছ।
আর রাকা! তুমি বোধহয় এটাও জানো যে হিটলারের মতন অত্যাচারীদের কি দশা হয়েছিল।
ব্যস! আমার উপদেশ শোনার অভ্যাস নেই। আমার মাথা কাটলো বলে।

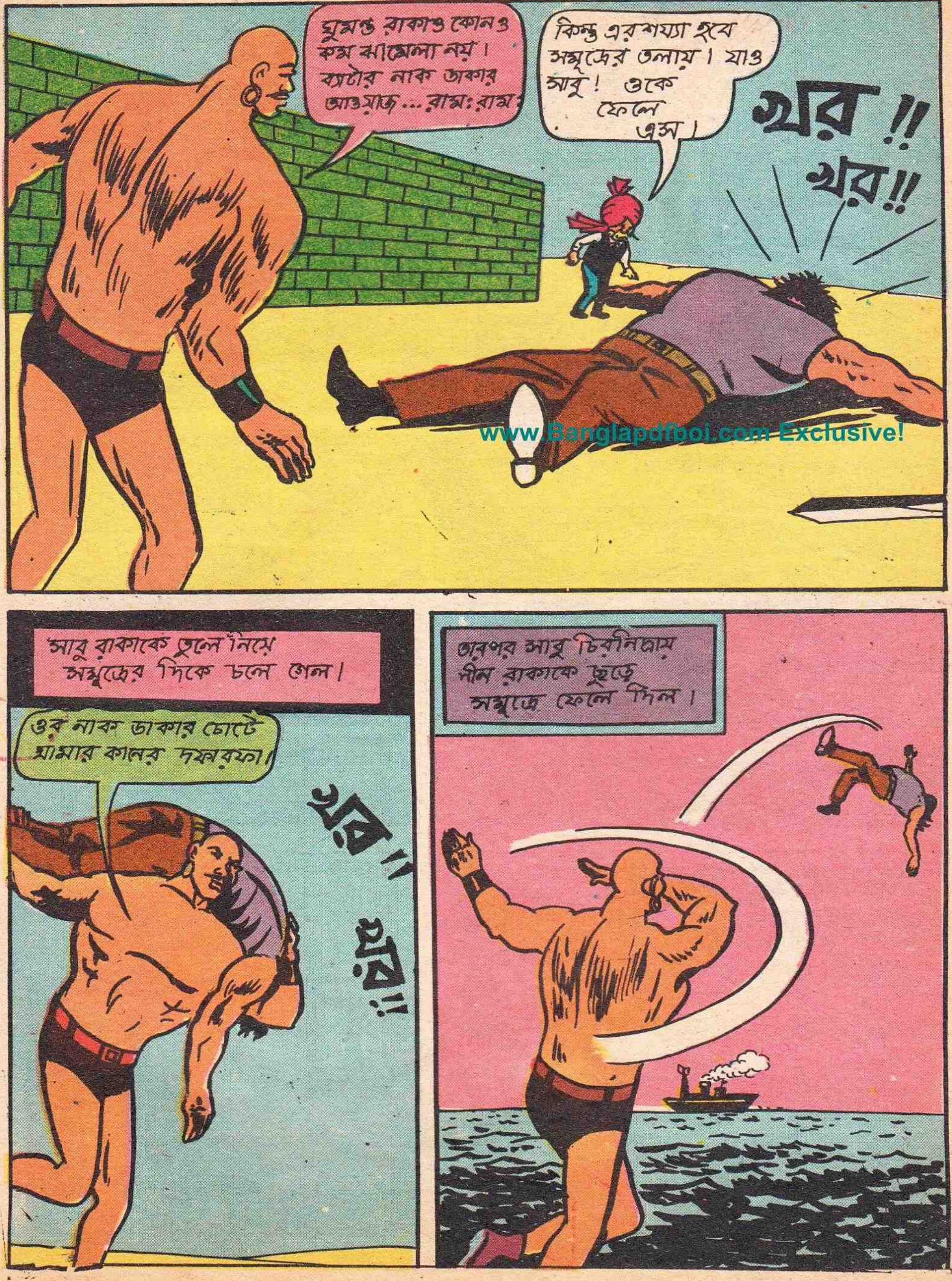

যে গরজায় সে বরষায় না
খড়াম
ওহো!
তোমার শক্তির অহংকার আমাকে চূর্ণ করতেই হবে।
খটাক!
ওহো!


ঘটাক্
সাবু! ফরমুলা নং ০০০৭।
ঠিক আছে!
ছেড়ে দাও!
সাবু ধরলে আজ পর্য্যন্ত কেউ ছাড়াতে পারেনি।
নে, তোর পয়সায় তোর ধার শোধ দিলাম।
আহ!


রাকার তলোয়ার পড়ে যেতেই নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাবু রাকার গলা চেপে জড়িয়ে ধরলো। রাকা চিৎকার করে উঠলো।
ওহো!
এই সুযোগ বজ্জাতেরের চিরনিদ্রা ফল প্রয়োগ করার
আর চাচা চৌধুরী নিশানা করে ফলটা ছুড়লেন আর সেটা সোজা রাকার মুখে ঢুকে গেল।


আরে আমার পেটে এটা কি গেল?
রসগোল্লা!
এই গোলপাগড়ীওয়ালা খুব চালাক। আমার পেটে যেটা ঢুকলো সেটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও কারসাজি আছে। এখন ওকে মারা জরুরী হয়ে পড়েছে
ঘ্যাঁচ!
যদি বজ্রদেবের দেওয়া নিদ্রাফলে কাজ না হয়?


কতদূর পালাবে? এবার মৃত্যুর হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই।
আটকা পড়েছ! ব্যস এক ঘা দিলেই রগড় শেষ।
আহ!
ঘুম! মধুর ঘুম! তুই কোথায় ছিলি? কত বছর ঘুমাইনি।


ঘুমন্ত রাকাও কোনও কম ঝামেলা নয়। ব্যাটার নাক ডাকার আওয়াজ... রাম: রাম:
কিন্তু এর শয্যা হবে সমুদ্রের তলায়। যাও সাবু! ওকে ফেলে এস।
খর!! খর!!
সাবু রাকাকে তুলে নিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল।
ওর নাক ডাকার চোটে আমার কানের দফারফা।
খর!! খর!!
তারপর সাবু চিরনিদ্রায় লীন রাকাকে ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিল।


ঝপাস!
ঘুমন্ত রা: সমুদ্রে ও... পর্য্যন্ত ভাসছিল।
একদিন এক বিশাল তিমি মাছ এসে ওকে দেখে মুখ খুললো আর ......।
রাকাকে গিলে নিয়ে দূরদূরান্তরে চলে গেল।
চাচাজী যদি সমুদ্রের কোনও বিশাল জন্তু রাকাকে গিলে ফেলে তাহলে কি ও মরে যাবে ?
সাবু এরকম হলে কিন্তু জন্তুর চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকবে এমন তুমি নিঃশ্চিন্তে চা খাও।
সাবু কলসীতে চা খায়।